মাসিক বুলেটিন

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন | সংখ্যা ঃ ৯০ | বর্ষঃ ১১ | আগস্ট ২০১৬

রাজধানীর সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে মাদকবিরোধী আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়

গত ২৫ জুলাই ২০১৬ বিকাল ৩.০০ টায় সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর আনোয়ার হোসাইনের সভাপতিত্বে ইউনিভার্সিটির সম্মেলন কক্ষে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব পরিমল কুমার দেব। প্রধান অতিথি ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন, নেশার জগৎ অন্ধকার জগৎ। এ অন্ধকার জগৎ থেকে মাদকাসক্তদেরকে মুক্ত করতে হবে। মাদকাসক্ত ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ দেশকে ধ্বংস করে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের জন্য যুব সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। আজকে যারা ছাত্র-ছাত্রী তারাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাই চৈনিক দার্শনিক কনফুসিয়াসের ভাষায় ছাত্রদেরকে প্রাথমিক অবস্থায় নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে নিজের জন্য, তারপর পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, এবং সর্বোপরি সারা বিশ্বের জন্য।

গত ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা), ইউনিভার্সিটির উপাচার্য ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখার পরিচালক (যুগ্ম-সচিব) জনাব নাজমুল আহসান মজুমদার, সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির উপ-উপচার্য প্রফেসর ড. মো: হুমায়ুন কবীর চৌধুরী এবং সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটির রেজিষ্ট্রার মেজর জেনারেল (অব:) ফকরুদ্দীন আহমেদ পিএসসি। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে ইউনিভার্সিটির কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

গত ২৫ জুলাই ২০১৬ তারিখে সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটিতে মাদকবিরোধী আলোচনা সভায় উপস্থিত শিক্ষকমন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীদের একাংশ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের নতুন অতিরিক্ত মহাপরিচালক পরিমল কুমার দেব

জনাব পরিমল কুমার দেব ৬ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। ২১ জানুয়ারি ১৯৮৬ সালে তিনি বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারে যোগদান করেন। চাকরি জীবনের শুরুতে মাগুড়া কালেকটরেটে সহকারী কমিশনার ও ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন উপজেলায় উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদের সচিব, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পদে কর্মরত ছিলেন। উপসচিব ও যুগ্ম সচিব হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৫ বছর কর্মরত ছিলেন। বর্তমান পদে যোগদান করার পূর্বে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের পরিচালক (পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও নিগোশিয়েশন) BCCT তে কর্মরত ছিলেন। গত ১২ মে, ২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অতিরিক্ত সচিব পদে পদোন্নতির পর গত ১১ জুলাই ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে অতিরিক্ত মহাপরিচালক পদে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরে যোগদান করেন। তিনি বিদায়ী অতিরিক্ত মহাপরিচালক জনাব মো: আমীর হোসেনের স্থলাভিসিক্ত হন। চাকুরিসূত্রে তিনি সিঙ্গাপুর, ভারত, চীন, ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ইথিওপিয়া, ইংল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালি, চেকপ্রজাতন্ত্র, স্পেন, কলম্বিয়া, তাজিকিস্তান, বেলারুশ, তুরস্ক, পর্তুগাল ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করেছেন।

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক

উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে দেশে মাদকের চাহিদা হ্রাসের লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নিয়মিতভাবে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের অফিসের মাধ্যমে যেসব জনসচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। তন্মধ্যে মাদকবিরোধী আলোচনা সভা, মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা, মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ, মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন, সেমিনার ওয়ার্কসপ, মাইকিং, সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড লিখন/স্থাপন ও দেয়াল লিখন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন, অপারেশনকালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম, সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম, সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম এবং মেলায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জুলাই'২০১৬ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের পরিসংখ্যান নিম্নরূপ :

মাদকবিরোধী আলোচনা সভা	১১৮ টি
মাদকের কুফল সম্পর্কে শ্রেণিকক্ষে বক্তৃতা	১০৫ টি
মাদকবিরোধী পোস্টার/ স্টিকার/ লিফলেট বিতরণ	২০১ টি
মাদকবিরোধী শর্টফিল্ম/ডকুমেন্টারী প্রদর্শন	৩১ টি
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০৩ টি
সাইনবোর্ড/বিলবোর্ড লিখন/স্থাপন ও দেয়াল লিখন	১৯ টি
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ফেস্টুন/ পোস্টার প্রদর্শন	০৭ টি
অপারেশন কালে উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা	১২৯ টি
স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক কার্যক্রম	১৭ টি
সংগঠন/সমিতি/ক্লাব/ট্রেড ইউনিয়ন ভিত্তিক কার্যক্রম	০৩ টি
সংস্থা/ NGO ভিত্তিক কার্যক্রম	২২ টি
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রিক	২৫ টি
মেলায় অংশগ্রহণ	০১ টি
মোট	**৭৫২ টি**

জুলাই/২০১৬ মাসে দেশব্যাপী মোট ১২৭৬ টি মাদকবিরোধী গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। এ সময়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তৃতা হয়েছে ১১০ টি স্থানে।

মাদকমুক্ত সুস্থ জীবন

মাসিক বুলেটিন

উপদেষ্টা : **খন্দকার রাকিবুর রহমান**
মহাপরিচালক

সম্পাদক : **নাজমুল আহসান মজুমদার**
পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা)

সহ-সম্পাদক : **মোহাম্মদ রুহুল আমিন**
সহকারী পরিচালক (গ: ও প্র:)

সংখ্যা : ৯০
বর্ষ : ১১ম
আগস্ট : ২০১৬

মাদকবিরোধী সচেতনতামূলক কার্যক্রম

জুলাই/২০১৬ মাসে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শ্রেণিবক্তব্য হয়েছে ১০৫টি স্থানে। ঢাকা, ফরিদপুর, যশোর, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর ও খুলনা জেলার মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস -২৬ জুন উপলক্ষ্যে মাদকবিরোধী মানববন্ধন, র‍্যালী, চিত্রাংকন প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণী, লিফলেট বিতরণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের কয়েকটি সংবাদচিত্র :

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ফরিদপুর যুব প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে মাদকবিরোধী আলোচনা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠন

জুলাই/২০১৬ পর্যন্ত সময়ে সারা দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদকবিরোধী কমিটি গঠনসংক্রান্ত পরিসংখ্যান ঃ

বিভাগের নাম	বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়েছে এরুপ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	কমিটি গঠিত হয়নি এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	গঠিত কমিটির শতকরা হার
ঢাকা	৭,৪৮৮	৪,৭৫৫	২,৭৩৩	৬৩.১৩%
চট্টগ্রাম	৪,৭০৮	৩,৫৪২	১,১৬৬	৭৭.৬০%
রাজশাহী	১০,১৭০	৭,১৬৯	৩,০০১	৭০.৪০%
খুলনা	৪,৪৮৭	৩,৪৫৬	১,০৩১	৫৯.১৯%
বরিশাল	৪,০২৯	২,২৪৮	১,৭৮১	৫৭.৩৮%
সিলেট	১,১৭৫	৯১৩	২৬২	৪৭.৬৯%
মোট	**৩২,০৫৭**	**২২,০৮৩**	**৯,৯৭৪**	**৬৫.৪২%**

সূত্র : নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা

গত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখে ঢাকার কেরাণীগঞ্জ সার্কেলস্থ হাসনাবাদ এলাকায় মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

গত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখ ইছাপুর শেরে বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়, কালিহাতি, টাঙ্গাইলে উপস্থিত ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, টাঙ্গাইলের সহকারী পরিচালক জনাব মো: আলী হায়দার রাসেল

গত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখ খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানাধীন আরাজি সাজিয়ারা গ্রামে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

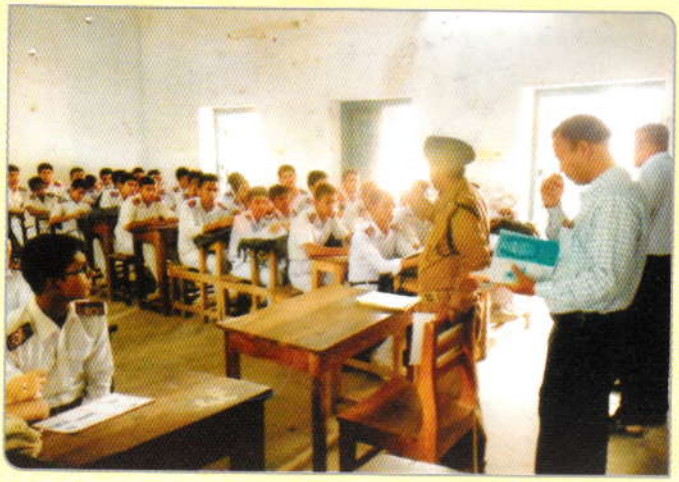

গত ১২ জুলাই ২০১৬ তারিখ যশোর জেলা স্কুল, যশোরে উপস্থিত ছাত্রদের মাঝে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা ও মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

গত ১১ জুন ২০১৬ তারিখে ফরিদপুর জেলায় ভাঙ্গা পাইলট হাইস্কুল মাঠে শিক্ষার্থীদের সাথে মাদকের কুফল সম্পর্কে আলোচনা করেন জনাব বিমল চন্দ্র বিশ্বাস, পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ফরিদপুর

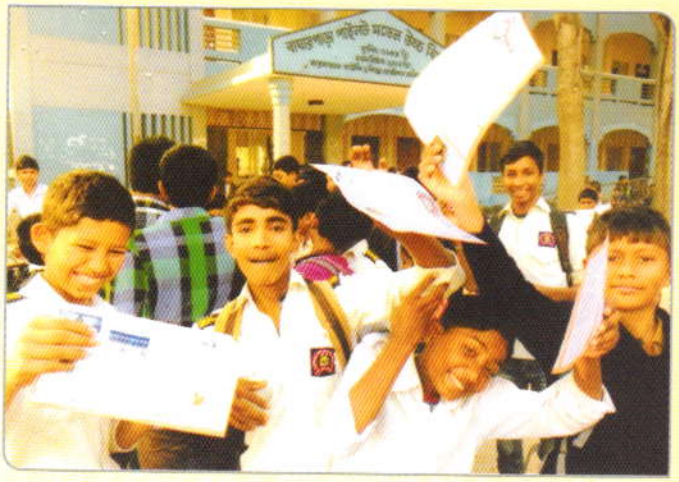

গত ২৬ জুলাই ২০১৬ তারিখ যশোর জেলার বাঘারপাড়া পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে মাদকবিরোধী লিফলেট বিতরণ করেন মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মচারীগণ

অপারেশনাল কার্যক্রম

১০০০০ (দশ হাজার) পিস ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

১০,০০০ (দশ হাজার) পিস ইয়াবাসহ আটককৃত আসামী ও উপস্থিত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় গতকাল ২৪/০৭/২০১৬ তারিখ বিভাগীয় সহকারী পরিচালক এর নেতৃত্বে একটি রেইডিং পার্টি নগরীর চান্দগাঁও থানাধীন বহদ্দারহাট বাস টার্মিনাল এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে ১০,০০০(দশ হাজার) পিস ইয়াবা ট্যাবলেটসহ মোঃ হাকিম (প্রকাশ সুমন), পিতা- মোঃ নুরুন নবী, সাং- বড়লিয়া, থানা-পটিয়া, জেলা-চট্টগ্রামকে গ্রেফতার করা হয়। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, সে ইয়াবা পাচার সিন্ডিকেটের সক্রিয় সদস্য। তার বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, চট্টগ্রাম কর্তৃক চান্দগাঁও থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৯০ এর ১৯(১) এর ৯(খ) ধারায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয় (মামলা নং-২৫, তারিখঃ ২৪/০৭/২০১৬)। মামলার তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জ থেকে ১০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার

গত ১৪ জুলাই জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চাপাইনবাবগঞ্জ কর্তৃক ১০০ (একশত) কেজি গাঁজাসহ জব্দকৃত পাজেরো

গত ১৪ জুলাই ২০১৬ তারিখ ভোর ৪.৩০ ঘটিকায় জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর পরিদর্শক মোঃ ইলিয়াস হোসেন তালুকদার এর নেতৃত্বে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলার অন্যান্য স্টাফসহ শিবগঞ্জ থানাধীন কমলাকান্তপুর ঘাটপাড়া গ্রামের কিয়ামত এর বাড়ীর উত্তর পার্শ্বে ঢাকা মেট্রো-ঘ-১১-১৪১২ নম্বর পাজেরো জীপ গাড়ীর ভিতর হতে ৫টি পাটের বস্তায় মোট ১০০ (একশত) কেজি গাঁজা উদ্ধার ও গাড়ী জব্দ করা হয়। গাড়ী হতে পালিয়ে যাওয়া ০৩(তিন)জনকে আসামী করে শিবগঞ্জ থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করা হয়েছে। উক্ত অভিযানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন সহকারী পরিচালক জনাব মোঃ আলমগীর হোসেন।

উপ-অঞ্চল/ জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়ভিত্তিক জুলাই-২০১৬ মাসের মামলা ও আসামীর পরিসংখ্যান

মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
ঢাকা মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	৪৯	৫৭	৫৬	৫৬	১০৫	১১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	১	১	৮	৮	৯	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ময়মনসিংহ	৩	৩	২১	২১	২৪	২৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফরিদপুর	০	০	১২	১২	১২	১২

মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, টাঙ্গাইল	১	১	১৩	১৩	১৪	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, জামালপুর	১	০	৯	৯	১০	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয়, গোপালগঞ্জ	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মাদারীপুর	০	০	২	২	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শারীয়তপুর	২	২	১	১	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাজবাড়ী	৩	৫	৪	৪	৭	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মানিকগঞ্জ	২	৩	৬	৬	৮	৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, মুন্সীগঞ্জ	৩	৩	০	০	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নারায়ণগঞ্জ	৩	৪	১০	১০	১৩	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নরসিংদী	১	২	৫	৫	৬	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, গাজীপুর	২	৮	১৫	১৫	১৭	২৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, শেরপুর	২	২	০	০	২	২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কিশোরগঞ্জ	২	২	১১	১১	১৩	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নেত্রকোনা	০	০	৭	৭	৭	৭
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ঢাকা	৭৫	৯৩	১৮২	১৮২	২৫৭	২৭৫
চট্টগ্রাম মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	১০	১৩	২৫	২৫	৩৫	৩৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, নোয়াখালী	২	৬	৮	৮	১০	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুমিল্লা	৫	৫	১৫	১৫	২০	২০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কক্সবাজার	৪	২	১৩	১৩	১৭	১৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, রাঙামাটি	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খাগড়াছড়ি	১	০	০	০	১	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বান্দরবান	০	০	০	০	০	০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	১১	১২	১১	১১	২২	২৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চাঁদপুর	২	৪	৮	৮	১০	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, লক্ষ্মীপুর	০	১	২	২	২	৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফেনী	৩	৪	৭	৭	১০	১১

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চট্টগ্রাম	৩৬	৪৭	১১০	১১০	১৪৬	১৫৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, খুলনা	১৪	১৫	৮	৮	২২	২৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, যশোর	১৫	১৭	১২	২৩	২৭	৪০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, কুষ্টিয়া	৪	৪	৮	৮	১২	১২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, চুয়াডাঙ্গা	৫	৬	৫	৫	১০	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মেহেরপুর	০	০	১	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঝিনাইদহ	৭	৮	৫	৫	১২	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় মাগুরা	২	৩	১	১	৩	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নড়াইল	০	০	৪	৪	৪	৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সাতক্ষীরা	২	২	৯	৯	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বাগেরহাট	৬	৯	১	১	৭	১০
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় খুলনা	৫৫	৬৪	৫৪	৬৫	১০৯	১২৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাজশাহী	১২	১৪	১৯	২৮	৩১	৪২
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পাবনা	৭	৭	১৯	১৯	২৬	২৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় বগুড়া	১০	১৪	২৯	২৯	৩৯	৪৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রংপুর	৭	৭	১৯	২২	২৬	২৯
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় দিনাজপুর	৫	৩	১৩	১৩	১৮	১৬
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় পঞ্চগড়	০	০	৫	৫	৫	৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ঠাকুরগাঁও	০	০	১	১	১	১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নীলফামারী	০	০	৮	৮	৮	৮
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় লালমনিরহাট	০	০	১৩	১৪	১৩	১৪
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় কুরিগ্রাম	৪	৭	০	০	৪	৭
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় গাইবান্ধা	১	১	১০	১০	১১	১১
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় জয়পুরহাট	৮	৮	২	২	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় সিরাজগঞ্জ	৫	৫	৫	৫	১০	১০
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নাটোর	৫	৫	১০	১০	১৫	১৫
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় নওগাঁ	৫	৫	৮	৮	১৩	১৩
জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪	৬	১২	২২	১৬	২৮
বিভাগীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় রাজশাহী	৭৩	৮২	১৭৩	১৯৬	২৪৬	২৭৮

মেট্রো: উপ-অঞ্চল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয় ও গোয়েন্দা কার্যালয়ের নাম	জুলাই-২০১৬					
	নিয়মিত		মোবাইল কোর্ট			
	মামলা	আসামী	মামলা	আসামী	মোট মামলা	মোট আসামী
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় ঢাকা	৩	৩	০	০	৩	৩
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় রাজশাহী	২	৬	৬	৬	৮	১২
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় চট্টগ্রাম	৭	৭	১	১	৮	৮
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় খুলনা	৪	৩	১	২	৫	৫
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট	০	০	০	০		
বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় বরিশাল	০	০	০	০		
গোয়েন্দা শাখা	১৬	১৯	৮	৯	২৪	২৮
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় সিলেট	৬	৬	১৫	১৫	২১	২১
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় সুনামগঞ্জ	১	১	৮	৮	৯	৯
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় মৌলভীবাজার	৪	৫	৬	৬	১০	১১
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় হবিগঞ্জ	২	৩	৬	৬	৮	৯
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় সিলেট	১৩	১৫	৩৫	৩৫	৪৮	৫০
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় বরিশাল	২	২	৪	৪	৬	৬
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় পটুয়াখালী	০	০	৩	৩	৩	৩
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় বরগুনা	০	০	০	০	০	০
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় ভোলা	০	০	০	০	০	০
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় ঝালকাঠি	১	০	০	০	১	০
জেলামাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় পিরোজপুর	০	০	১	১	১	১
বিভাগীমাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণকার্যালয় বরিশাল	৩	২	৮	৮	১১	১০
মোট	২৯৮	৩৫৪	৬৪৩	৬৮৬	৯৪১	১০৪০

- **সবচেয়ে বেশি মামলা দায়ের:** ঢাকা মেট্রো উপঅঞ্চল-১৮২ টি
- **সবচেয়ে কম মামলা দায়ের :** জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, বড়গুনা, ভোলা, বন্দরবান। বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয় সিলেট ও বরিশালে কোন মামলা হয় নি।
- **জেসব জেলায় নিয়মিত মামলা হয়নি:** জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কার্যালয়, ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, নেত্রকোনা, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি,লক্ষিপুর মেহেরপুর, নড়াইল, ঠাকুরগাঁও পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, ভোলা।

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনঃর্বাসন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

(জুলাই '২০১৬)

বেসরকারি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনঃর্বাসন কেন্দ্রের সংখ্যা

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা থেকে বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনঃর্বাসন কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত (জুন-২০১৬) মোট ১৭৫টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জুলাই-২০১৬ মাসে ২টি কেন্দ্রের লাইসেন্স প্রদান করা হয়। যা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো

ক্রঃ নং	লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের নাম ও ঠিকানা	প্রতিষ্ঠানের প্রধানের পদবী	বেডের সংখ্যা	ফোন নম্বর	অনুমোদনের ইস্যু নম্বর ও তারিখ
১৭৬	'ওমেগা পয়েন্ট' মাদকাসক্তি চিকিৎসসা ও পুনঃর্বাসন কেন্দ্র, রোড -০২, বাড়ী -২০, ব্লক-জি, মিরপুর-১, ঢাকা।	জনাব এস এম রাজিবুল ইসলাম, চেয়ারম্যান।	১০	০১৭১১১৫৯৮২৮ ০১৯৩২০৫৯৮৮৭ ০১৯২৩১১১১১৬	নং-২৫৪০ তাং-১০/০৭/১৬
১৭৭	'সানমুন' মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, বান্দাবাজার, লবনচরা, শিবইয়ার্ড, খুলনা।	জনাব এ, কে আজাদ নির্বাহী পরিচালক	১০	০১৭১১-১১২৩৫১	নং-২৬৭৭ তাং-২৪/০৭/১৬

সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র এর মাসিক প্রতিবেদন

কেন্দ্রের নাম	চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্ত রোগীর সংখ্যা							মন্তব্য
	আন্তঃবিভাগ		বহিঃবিভাগ					
	পুরুষ	মহিলা	পুরুষ	মহিলা	মোট	নতুন	পুরাতন	
কেন্দ্রের নাম মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৩৪	১	১১৪	০	১৪৯	৮৩	৩১	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০	০	০	০	০	০	০	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০	০	০	০	০	-	০	
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	৫	০	৬	০	১১	১১	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কেন্দ্র, রাজশাহী	০	০	০	০	০	০	০	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	৭	-	৭৯	১১	৯৭	৬৬	৩১	
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	০	০	০	০	০	০	০	
মোট	৪৬	১	১৯৯	১১	২৫৭	১৬০	৬২	

বেসরকারি লাইসেন্সপ্রাপ্ত মাদকাসক্তি নিরাময়/পুনর্বাসন কেন্দ্রের জুলাই'২০১৬ মাসের প্রতিবেদন

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস/ মেট্রোঃ উপ-অঞ্চল	কেন্দ্রের মোট সংখ্যা	কেন্দ্রসমূহের মোট বেড সংখ্যা	প্রতিবেদন প্রাপ্ত কেন্দ্রের সংখ্যা	বিগত মাস থেকে আগত রোগীর সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে কেন্দ্রে ভর্তি রোগীর সংখ্যা
ঢাকা মেট্রোঃ উপ অঞ্চল	৫১	৭০৫	৪৪	৫০২	২৪০
ঢাকা জেলা	৩	৩০	৩	৫৯	২৮
নারায়ণগঞ্জ	৪	৪০	০	০	০
মানিকগঞ্জ	২	২০	১	২	৮
গাজীপুর	১২	১২০	০	০	০
ময়মনসিংহ	৯	৯০	৮	৪৪	৫২
নেত্রকোনা	১	১০	১	৫	৩
শেরপুর	১	১০	০	০	০
টাংগাইল	৩	৩০	৩	২৯	৭
জামালপুর	৩	৪০	০	০	০
ফরিদপুর	৩	৩০	৩	১৫	১৫
নরসিংদী	২	২০	০	০	০
রাজবাড়ী জেলা	১	১০	১	৫	৪
কিশোরগঞ্জ	২	২০	০	০	০
চট্টগ্রাম মেট্রো	১২	১৫০	৯	৯৪	৪৫
চট্টগ্রাম জেলা	১	২০	০	০	০
কক্সবাজার জেলা	১	১০	১	০	৩
নোয়াখালী	১	১৫	১	১৯	৫
ফেনী	৪	৪০	৪	৩৪	১৮
কুমিল্লা	৫	৬০	৫	৪৯	৪৯
ব্রাহ্মনবাড়ীয়া	১	১০	১	৪	৮
রাজশাহী জেলা	৪	৫০	৪	৪৫	৪১
বগুড়া	১০	১০০	১০	৮৫	৪৪
জয়পুরহাট	৩	৩০	৩	২৭	১৭
সিরাজগঞ্জ	১	১০	০	০	০
পাবনা	১	১০	০	০	০
নওগাঁ	৬	৬০	৬	৫৫	২৬
খুলনা	৫	৬৫	৪	৪৬	৩৬
কুষ্টিয়া	২	২০	১	১৮	৭
যশোর	১	১০	১	৩৬	১২
চুয়াডাঙ্গা	১	১০	১	৯	৮
সাতক্ষীরা	১	১০	১	৮	২
বরিশাল	২	৩০	২	১৪	১৫
সিলেট	৮	৯০	৮	৬০	৪০
হবিগঞ্জ	১	১০	১	১০	৭
মৌলভী বাজার	২	২০	২	১৯	১১
রংপুর	৪	৪০	৪	২৩	৩০
দিনাজপুর	২	২০	২	২১	১২
মোট	১৭৬	২০৬৫	১৩৫	১৩৩৭	৭৯৩

প্রশাসন অধিশাখার কার্যক্রম

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্সের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে রাজস্ব আদায় করা হয়। এছাড়া বিদেশ থেকে আমদানিকৃত বিভিন্ন প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি, সাইকেট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, খুচরা বিক্রয় এবং ব্যবহারের লাইসেন্স ফি থেকেও রাজস্ব আদায় করা হয়। অধিদপ্তরের বিভিন্ন অঞ্চল হতে জুলাই' ২০১৫ এবং জুলাই' ২০১৬ সালের মাসিক আদায়কৃত রাজস্বের তুলনামুলক বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রঃ নং	অঞ্চলের নাম	জুলাই' ২০১৫	জুলাই' ২০১৬
১।	ঢাকা অঞ্চল	১,৯৩,২৮,৫৮০/-	৯৯,৯২,২৪২/-
২।	সিলেট অঞ্চল	৩৩,৯৬,২৭৮/-	২৮,৭৪,৪৫৪/-
৩।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৩৯,৪১,৯৯৬/-	৪১,২৬,৬৪০/-
৪।	খুলনা অঞ্চল	১,৮৮,৯০,০৬৬/-	১,৭৩,৮৭,৩৩৪/-
৫।	বরিশাল অঞ্চল	৪,২৭,৭০০/-	৩,৪৫,৫৮৫/-
৬।	রাজশাহী অঞ্চল	৮৪,৪২,০০৬/-	৭৪,৩৪,৫৪১/-
	মোট	৫,৪৪,২৬,৬২৬/-	৪,২১,৬০,৭৯৬/-

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	জুলাই' ২০১৬
টলুইন	১২,৭৬৮.৫০ মেঃটঃ	১৮৫.৩০৬ মেঃটঃ
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	২,৫৬৬ মেঃটঃ	-
এ্যাসিটোন	৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটঃ	২১২.৯৬ মেঃটঃ
মিথাইল ইথাইল কিটোন	৪,১৮৪.৫৬ মেঃটঃ	৭২.৬০ মেঃটঃ
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	২,০৪৫ মেঃটঃ	৪০ মেঃটঃ
সিউডোএফিড্রিন	৪৯,০২১ কেজি	-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্স আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

প্রতিষ্ঠানের নাম	এ্যালপ্রাজোলাম	ব্রোমাজিপাম	ক্লোবাজাম	ক্লোনাজিপাম	মিডাজোলাম
এলবিয়ন ল্যাবরেটরীজ লিঃ	১০ কেজি ১০/০৭/২০১৬	-	১০ কেজি ১৬/৭/১৬	-	-
হোয়াইট হর্স ফার্মাসিউটিক্যালস লিঃ	-	৩ কেজি ১৯/৭/১৬		২ কেজি ১৯/৭/১৬	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও সিআইডিসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। জুলাই' ২০১৬ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান :

রাসায়নিক পরীক্ষার পরিসংখ্যান

অঞ্চলের/ সংস্থা নাম	জুলাই/১৬ তে গৃহীত নমুনার সংখ্যা	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ			পেন্ডিং/ স্থগিত
		পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট রিপোর্ট	--
ঢাকা অঞ্চল	১২৫	১২৬	--	১২৬	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	৬৪	৫৪	--	৫৪	০৭
রাজশাহী অঞ্চল	৬৮	৫৭	--	৫৭	১৫
খুলনা অঞ্চল	৭৪	৫৯	--	৫৯	১৬
বাংলাদেশ পুলিশ	২৯৫৬	৩০১৫	--	৩০১৫	১৫
বিজিবি	--	--	--	--	২৫৪
র‍্যাব	--	--	--	--	--
রেলওয়ে পুলিশ	২৮	২৮	--	২৮	--
অন্যান্য সংস্থা	০১	০১	--	০১	--
মোট	৩৩১৬	৩৩৪০	--	৩৩৪০	৩০৭

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

নাম/পদবী/কর্মস্থল	সময়সীমা
জনাব কমল কৃষ্ণ বিশ্বাস উপ পরিদর্শক, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস, ঝিনাইদহ	১৫/০৭/২০১৬-১৪/০৭/২০১৭

মাদক, পারিবারিক মনোযোগায়ন ও প্রাসঙ্গিক ভাবনা

পিয়ারা বেগম (শিক্ষক অবঃ) তারাবো, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

এই বছর ২৬শে জুনের প্রতিপাদ্য হলো- Listen FIRST: Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe. অর্থাৎ, আগে শুনুন: "শিশু ও যুবাদের প্রতি মনোযোগ দেয়াই হ'ল তাদের নিরাপদ বেড়ে উঠার প্রথম পদক্ষেপ"।

এ কথা সত্য মেনে নেয়া ছাড়া উপায় নেই যে, আজকের এই চলমান পৃথিবীতে কোন দেশেই নেই শিশুর জন্যে নিরাপদ আবাস। ঢাকাসহ আমাদের দেশের গ্রাম-গঞ্জে, শহর-বন্দরে এমন কোন এলাকা নেই যে, দশ থেকে বার বছরের শিশুরাও মাদকাসক্তির নির্মম ছোবলে আক্রান্ত না হচ্ছে। এমন কী অধিকাংশ ছিন্নমূল, সুবিধাবঞ্চিত ভাগ্য বিড়ম্বিত শিশুদেরকে মাদক ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করছে মাদকের ভ্রাম্যমান বিক্রেতা হিসেবে। সঙ্গত কারণে এইবারের প্রতিপাদ্য বিষয়টার গুরুত্ব অপরিসীম। এর গুরুত্বতার প্রতি গুরুত্ব দিতে গেলেই চলে আসে আমাদের পরিবার প্রসঙ্গ। যেহেতু পরিবার হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম ও সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠন। এ বছর এ দিবসের প্রতিপাদ্যে 'মনোযোগ' শব্দটার উপর জোর দেয়া হয়েছে সর্বাধিক। তাই আমি পরিবারের বড়দের মনোযোগ দেয়াটা নিয়ে একটু বলতে চাই।

আমরা জানি, পরিবারের সাথে রয়েছে আমাদের রক্তীয় ও আত্মিক সম্পর্ক। এই রক্তীয় সম্পর্কই অনেক সময় আত্মিক হয়ে উঠে না, তার প্রধান কারণ মনোযোগায়নের অভাব। মনোযোগায়ন মানেই গভীর মনোযোগ। শিশুদের মাদকমুক্ত সর্বাঙ্গ সুন্দর জীবনবোধের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যাবে কেবলমাত্র পরিবারের প্রতি মনোযোগী হলে।

মনোযোগ থেকেই উদ্বুদ্ধ হয় মমত্ববোধ। আর একটি পরিবারকে টিকিয়ে রাখে অদৃশ্য মমতার সেতু বন্ধন, যাকে বলা হয় একাত্মতা। একটু খোলসা করেই বলি। শিশুদের প্রতি আমাদের মনোযোগ এত বেশি কেন? কারণ, শিশুর প্রতি আমাদের গুরুত্ব সবার থেকে বেশি। তাইতো শিশুকে আদর করার সময় তার সর্বাঙ্গ গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করি। তার হাসি-কান্নার ভাষাও আমরা বুঝি, তার পুরো সত্তাটাকে আমরা অনুধাবন করি গভীর উপলব্ধিতায়। আর তাতেই তার প্রতি আমাদের জাগে মমত্ববোধ, মাতৃত্ববোধ। সন্তান জন্ম দেন যিনি তিনি হচ্ছেন মাতা। কিন্তু মাতৃত্ব আসে মানুষের হৃদয় থেকে, সন্তান জন্ম দিতে হয় না। তাইতো শিশুকে ভালোবাসে না এমন মানুষ নেই। মূলত: মনোযোগই আমাদের শিশুর সাথে করে একাত্ম।

এভাবেই গড়ে উঠে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে হৃদ্যতা, ভালবাসা, আত্মিক বন্ধন ও একাত্মতা। আর আত্মিক বন্ধন যখন দৃঢ় থাকে সেটাই একাত্ম পরিবার। সেই পরিবার সুখে-দুঃখে, আনন্দ-বেদনায় পরস্পর কখনো বিচ্ছিন্ন হয় না। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের হৃদয়ের ভাষা বোঝে, আবেগের মূল্য দেয়, প্রয়োজনে সাড়া দেয়।

আর যদি মনোযোগের ঘাটতি হয় তখনই ঘটে বিপত্তি। থাকেনা তাতে একাত্মতা, অনুভূতি তখন অনুপস্থিত। মনে হয় সবাই একা, বিচ্ছিন্ন। শুরু হয় পারিবারিক দ্বন্দ্ব, বাড়ে দূরত্ব। এর পরিণতি হতাশা, বিষণ্নতা। অনেক পরিবারের কর্তাব্যক্তি বলে থাকেন আলাদা মনোযোগ দেয়ার কী আছে। ওদের জন্যেই তো দিনরাত খেটেখুটে উপার্জন করছি। যার যা প্রয়োজন তাতো দিচ্ছিই।

নিঃসন্দেহে আপনি সবই করেছেন, সব দিয়েছেন কিন্তু আসল যা দেবার ছিল তা দেন নি। সেটা হলো মনোযোগ, পর্যাপ্ত সময়। একসময় দেখা গেল মেয়েটা বখাটের হাত ধরে বেরিয়ে মুগ্ধচন্দ্রিমায় মশগুল। আর ছেলেটা অসম বয়সী এক মেয়ের প্রেমে মজে মজনু সেজে ব্যর্থ প্রেমের গ্লানি ভুলতে নেশায় আসক্ত হয়ে পড়ে আছে রাস্তায়।

হঠাৎ প্রেমের প্রসঙ্গ আসায় কেন জানি এ বিষয়ে কিছু লেখার প্রয়োজনীয়তা মনে করছি। শোনা কথা, মাদক নাকি ভালবাসার কষ্ট ভুলিয়ে দেয়। অভিজ্ঞতা নেই, তাই জোর দিয়ে এর স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করতে পারছি না। তবে যতটুকু জেনেছি, মাদক মূলতঃ মস্তিষ্কের কার্যকারিতাকে প্রভাবান্বিত করে। মাদক যেহেতু চেতনানাশক তাতে এটি মস্তিষ্কে অবসাদ সৃষ্টি করে। যার দরুন অবসাদ, ঝিমুনিভাব, ঘুমের অনুভূতি, শেষমেস নিস্তেজ অনুভূতিতে হয় আবিষ্ট। কোন চিন্তা ভাবনা, আবেগ, ভাবাবেগ আসেনা তখন। কিন্তু এটি মেকী অবস্থা এবং তা ক্ষণস্থায়ী, সাময়িক। যতক্ষণ রক্তে মাদকের মাত্রা যথেষ্ট থাকে শুধু ততক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে দেহের অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে (Metabolic Process) মাদকের গুনাগুণ নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তখন মস্তিষ্ক পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। আর ভালবাসার কষ্ট? কি আর বলব, ভালবাসার কষ্টও পূর্বের মতই আবার ঘুরে ঘুরে এসে কুঁরে কুঁরে নিঃশেষ করে আসক্ত প্রেমিককে।

আসলে যৌবনের প্রারম্ভে অনেকেই প্রেম-ভালবাসার আবেগে সিক্ত হওয়ার দুর্দমনীয় বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াসে প্রেমে পড়ে, আসক্তও হয়। কেউ কেউ

প্রেমিকের অবহেলায় বিষাদগ্রস্থ হয়ে ওঠে। বাঁধনহারা পোড়ামন দূর্বার বেগে ছুটে যায় বেদনা প্রশমনের জন্যে মাদকের অন্বেষণে। বেদনা ঢাকতে এক সময় বিক্ষুব্ধ, মরিয়া হয়ে উঠে সে। মাদকের সহজলভ্যতার সুবাধে তা পেয়েও যায়। ব্যস, তখনি ভালবাসার কষ্টকে ভুলতে দেবদাস মার্কা তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে ঘনঘন মাদক গ্রহণ করে। তাতে ভালবাসার কষ্ট কতটুকু প্রশমিত হয় তা আসক্ত প্রেমিকরাই বলতে পারবেন কিন্তু তাতে শরীরের বিভিন্ন Organ এমনি ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে, প্রেমে ব্যর্থতার কষ্টের চেয়ে শারীরিক জটিলতার তীব্রতা ঢের বেশি যন্ত্রণাদায়ক। হায়রে ভালোবাসা! ভালবাসা তখন 'গোদের উপর বিষফোঁড়া' হয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে, তার পরিবারকে আরো ভয়ানক সমস্যায় ফেলে দেয়।

তবে পরিবারের সদস্যদের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা দিয়েই মাদকাসক্তকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তার সাথে যদি 'প্লাসিবো' সংযোজন করা যায় তবে মাদকাসক্তদের নিরাময় ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের জগতে সূচিত হতে পারে এক নতুন সম্ভাবনা। প্লাসিবো মূলতঃ যে কোন রোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

এবার জেনে নিই, 'প্লাসিবো ইফেক্ট' আসলে কী? এটি মূলতঃ একটি বিস্ময়কর মনোদৈহিক শক্তি। 'প্লাসিবো' মানে রোগীর আস্থা বা বিশ্বাস। এক্ষেত্রে সহজভাবে বলা যায়, ঔষধ যাহাই হোক আসক্ত ব্যক্তি বা যে কোন রোগী যদি মনে করেন সুস্থ হওয়ার জন্য আসলে এবার সঠিক ঔষধটিই ডাক্তার তাকে দিয়েছেন। ডাক্তার ও তার চিকিৎসা পদ্ধতির প্রতিও তার গভীর আস্থা। নিরাময়ের শাশত এই প্রক্রিয়াটিই চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিভাষায় 'প্লাসিবো ইফেক্ট' নামে পরিচিত। তার সাথে যদি আরো সংযোজন করা হয় নিজের ধর্মবিশ্বাস। ব্যস, চমকে চমক! হ্যাঁ, ধর্মবিশ্বাস আমাদের শরীরে সূচনা করে প্লাসিবো নিরাময় প্রক্রিয়া যা চিকিৎসাবিজ্ঞানের চমৎকার একটি আধুনিক ও অনন্য সংযোজন। বিজ্ঞানীদের ভাষায় প্লাসিবো হচ্ছে চিকিৎসা ক্ষেত্রে বিশ্বাসের জৈবিক প্রভাব। বলা যায়, এটি একটি বাস্তব ও দূর্দান্ত শক্তি যা মাদকাসক্ত ব্যক্তির শরীর ও মনে সৃষ্টি করে অদম্য বিশ্বাস আর সৃষ্টি করে ইতিবাচক শক্তির প্রাবল্য। এতে মাদকাসক্ত ব্যক্তির নিরাময় প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে অধিকতর ফলপ্রসূ, কার্যকরি উপরুন্তু চিকিৎসাকে করে তরান্বিত। এক গবেষণার ফলাফল দেখে প্রফেসর বেনেদেত্তি বলেন, 'প্লাসিবো অর্থাৎ রোগীর বিশ্বাস ছাড়া সত্যিকারের ঔষধও নিরাময় ক্ষেত্রে কোন কাজ করে না'। মাদকাসক্ত যেহেতু একটি মনোদৈহিক রোগ তাই 'প্লাসিবো মনোদৈহিক শক্তি' এ ক্ষেত্রে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে বলে আমি মনে করি।

তাছাড়া চিকিৎসা ব্যবস্থার ঔষধ, ডাক্তারের পাশাপাশি অনুভব করতে হবে স্রষ্টার অফুরন্ত নেয়ামতের নির্যাস সুস্থতার গুরুত্ব। গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে স্রষ্টার নিরাময়ের অসীম ক্ষমতা দিয়েছেন আপনার মধ্যে যা সংরক্ষিত আছে আপনার জেনেটিক কোডের সুবিন্যস্ত তথ্যমালায়। আর এই বিশ্বাসই আসক্ত চিকিৎসাধীন ব্যক্তির ভেতরে সৃষ্টি করবে প্লাসিবো নিরাময় তরঙ্গ যা আসক্ত ব্যক্তির দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঞ্চারিত হবে নিরাময় ও সুস্থতার এক অভূতপূর্ব অনুরণন।

এখন একটু অন্য প্রসঙ্গে আসি। সন্তান মাদকে আসক্ত হওয়ার বহুবিধ কারণের মধ্যে প্রেম-ভালবাসা একটি। আসলে তথ্য প্রযুক্তির যুগে ইন্টারনেট, মোবাইল আমাদেরকে অনেক-অনেক এগিয়ে দিচ্ছে এটা সত্য কিন্তু তার অপব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত যে হচ্ছে এটাও অস্বীকার করার অবকাশ নেই। মূলতঃ ভুল বিনোদনে সন্তানেরা আকৃষ্ট হচ্ছে কেবলমাত্র আমাদের অসচেতন পিতা মাতা বা অভিভাবকদের কারণে।

মানছি, প্রতিটি শিক্ষার্থীর মানসিক বিকাশে বিনোদনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। তবে তা হতে হবে পরিমিত। উইলিয়াম উইদারিং প্রায় দু'শ বছর আগে একটা মন্তব্য করেছিলেন- 'বিষ স্বল্পমাত্রা প্রয়োগ করলে তা ঔষধ, কিন্তু উপকারী ঔষধও বেশি মাত্রায় প্রযুক্ত হলে তা বিষ'।

হ্যাঁ, আমাদের পিতা-মাতারা তা-ই করছেন-মায়েরা সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছেন না অথচ সন্তানদেরকে বাইরের জগতের সংস্পর্শেও দিতে চান না কারণ বন্ধুদের সঙ্গে মেশা ঠিক নয়। তাছাড়া পড়ালেখার মারাত্মক ক্ষতি হবে। তাই সন্তানরা যাতে ঘরে থেকে বিনোদন প্রাণ ভরে উপভোগ করতে পারে তার ব্যবস্থাপত্র তারাই দিয়ে থাকেন। ভিডিও গেমস্, কম্পিউটার গেমস্, তার উপর সারাক্ষণ স্কুল, কোচিং, টিউটরের কাছে পড়া। পড়া আর পড়া কারণ, ভালো রেজাল্ট চাই, আমার সোনার হরিণ চাই।

সন্মানিত পাঠক, শিক্ষার্থীরা পড়ার চাপ কমাতে ঝুঁকে পড়ছে ভুল বিনোদনের ঘেঁরাটোপে। জার্মানী বিশেষজ্ঞরা সম্প্রতি এক গবেষণায় বলেছেন-নিয়মিত ভিডিও গেমস্ খেলার ফলে শিশু মস্তিষ্কের যে অংশটি আবেগ-অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করে সে অংশটি প্রায় অসাড় আর অবসন্ন হয়ে পড়ে। ভিডিও গেমস্ প্রায়শই শিশুদের কল্পনা ও বাস্তবতার পার্থক্য রেখাটি ভুলিয়ে দেয়। ভারতের বিশিষ্ট শিশু মনস্তত্ত্ববিদ হেমাঙ্গি দাভালে বলেছেন, এসব গেমস্ শিশুরা নিয়মিত খেলার ফলে সহিংসতাকেই একসময় স্বাভাবিক বাস্তবতা বলে ধরে নেয়। ফলে তা প্রাত্যহিক জীবনে কখনো কখনো এর প্রয়োগ করার ইচ্ছা জাগে এবং হিংস্র শারীরিক সক্ষমতা ও সহিংসতাকে অনুকরণ করে কিশোর অপরাধ প্রবণতার ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন।

আর টিভি সিরিয়ালেও তাই শিখছে। সিনেমা বা সিরিয়ালে নায়ক নায়িকা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে বা কোন কারণে হতাশাগ্রস্থ হয়ে নেশার পাত্র হাতে তুলে নিচ্ছে। এই দৃশ্য কিশোর-যুবাদের জন্যে অত্যন্ত বিভ্রান্তিকর এবং ক্ষতিকর। এটা যেন সম্প্রতি একটা ফ্যাশন হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তরুণ সমাজের কাছে। কার্টুনেও মজার ছলে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে হিংসাত্মক ঘটনা। 'এ' ওকে মারছে, সে এসে আবার পাল্টা মার দিচ্ছে। এতে তাৎক্ষণিক মজা আছে বটে, ঠিক মাদকের নেশার মতোই কিন্তু এর সুদুরপ্রসারী-ফল হতে পারে ধ্বাংসাত্মক, আরো ভয়াবহ। আর কিশোর-যুবকদের ক্ষেত্রেও তেমনটাই ঘটছে। বন্ধুদের সাথে আড্ডায় কড়াকড়ি, বাইরে ঘুরাঘুরিতে বাড়াবাড়ি। তাতে তারাও মোবাইল আর ফেসবুকে সময় পার করছে। সারারাত জেগে মোবাইলে অল্প রেটে চুটিয়ে প্রেম করছে সুবোধ যুবক ছেলেটি। আর ফেসবুকে অশ্লীল ভাষায় চ্যাট করা তো আছেই।

সিনেমা বা সিরিয়ালে ভালত্ব যে নেই তা নয়, ওরা যে বাঁধন হারা। আবেগ তাড়িত এই বয়সটাতে ভালো মন্দ নির্ণয়ে বিচারিক ক্ষমতা তাদের কম থাকে। তারা গুণের অনুকরণ না করে বদ অভ্যাসটাই অনুকরণ করে, আত্মস্থ করে। ফলে ঃ তারা নেতিবাচকতায় আসক্ত হচ্ছে বেশি। আমার মনে হয় যে জিনিস বা অভ্যাস গুলো নেতিবাচকতা তৈরী করে তা বর্জন করাই উচিত। জীবনে ভালো কিছু অর্জনের জন্য কিছুটা তো বর্জন করতেই হবে।

২০১৩ সালে অধ্যাপক কেইল মিলড (ওরেব্রো ইউনিভারসিটি অব সুইডেন) এক গবেষণায় দেখান, দিনে গড়ে এক ঘন্টা মোবাইল ফোন ব্যবহার করলে ব্রেন ক্যান্সার বা টিউমার হওয়ার ঝুঁকি ৩০% পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। তাছাড়া মাত্র দুই মিনিট কথা বললে শিশুদের স্বাভাবিক ব্রেন তরঙ্গ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়। এতে শিশু অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। তড়িৎ চৌম্বকীয় বিকিরণের আঘাতে শিশুদের দেহকোষ ক্রমেই দুর্বল হচ্ছে। ফলে জিনগত ক্ষতি হচ্ছে যা অটিজমের চেয়েও মারাত্মক।

তাই বলছি- কর্মজীবী মা, কিংবা গৃহিণী সবাইকে অনুরোধ করছি, আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা যৌবন অবধি নিষ্পাপ থাকে। শিশুরা এখনও মায়ের আঁচলে থাকতে পছন্দ করে। সন্তান আপনার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। আর নয় বাড়াবাড়ি, নিজের প্রতি নিজে করুন নজরদারী: সন্তানদের প্রতি নজর দিন। রাতের বেলায় ঘুমায় কি না, তাদের ঘুম ঠিক হয় কিনা, ঘুমের টেবলেট খায় কিনা, নেশায় আসক্ত কিনা, সে দিকে লক্ষ্য রাখুন। সন্তানদের প্রতি মমতা বলুন আর ভালোবাসায়ই বলুন এ সবই দাবি করে মনোযোগ। আর মনোযোগ দেয়ার জন্য প্রথম প্রয়োজন হলো মনোযোগ দেয়া যে প্রয়োজন, তা উপলব্ধি করা।

সবশেষে বলব- মনোযোগ হরণকারী বিষয়গুলোর প্রতি সচেতন হতে হবে। যাতে আমাদের পারিবারিক বন্ধনকে ঢিলে করে দিতে না পারে। পাশাপাশি তাদের সৃজনশীল ভাবনা, মেধা বিকাশ, তাদের মুখে নির্মল হাসি ফোটাতে, মানুষের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে সুষম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

তাদের খেলার সময় দিতে হবে, বাস্তব খেলার, খোলা মাঠে। গ্রামের বাড়িতেও নিয়ে যাবেন। তাতে দাদা- দাদি, নানা-নানি সবার সাথে পারিবারিক একাত্মতা গড়ে উঠবে। বেড়ে যাবে আত্মিকতা, মমতা ভালবাসার মধুর সম্পর্ক।

পরিশেষে বলা যায়, যোগাযোগের আধুনিক প্রযুক্তি আমরা ব্যবহার করব বটে কিন্তু নতুন প্রজন্মদের ক্ষতি করে নয়। শিশুর দুরন্ত প্রাণময় শৈশবকে এসব ভুল আর ক্ষতিকর বিনোদনের আগ্রাসন যাতে গ্রাস করতে না পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকব। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিতে হবে পরিবার, সমাজ, সর্বোপরি সচেতন জনগণকে। তবেই মাদক নিয়ন্ত্রণে সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হবে।

আবারো বলছি, বিনীত অনুরোধ, সর্তক হোন। আসলে সন্তান যদি সুসন্তান হয়, তা হলে এর চেয়ে বড়, মহৎ বিনিয়োগ আর নেই। সন্তানের বন্ধু হোন। মমতা, ভালবাসা, মনোযোগ আর বিশ্বাস নামক পুঁজিবিহীন বিনিয়োগটাই আগে করুন। মাদার তেরেসা মায়ের মমতা আর ভালবাসা দিয়ে বিশ্বকে জয় করেছেন আমরাও আমাদের মমতা, ভালবাসা দিয়ে মাদক কে রোধ করতে পারব। দেশ সেবায় শরীক হব।

নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা অধিশাখা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ৪৪১, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ কর্তৃক প্রকাশিত।
ফোন: ০২-৮৮৭০০১১, ফ্যাক্স: ০২-৮৮৭০০১০, ই-মেইল: dgdncbd@gmail.com ওয়েবসাইট: www.dnc.gov.com